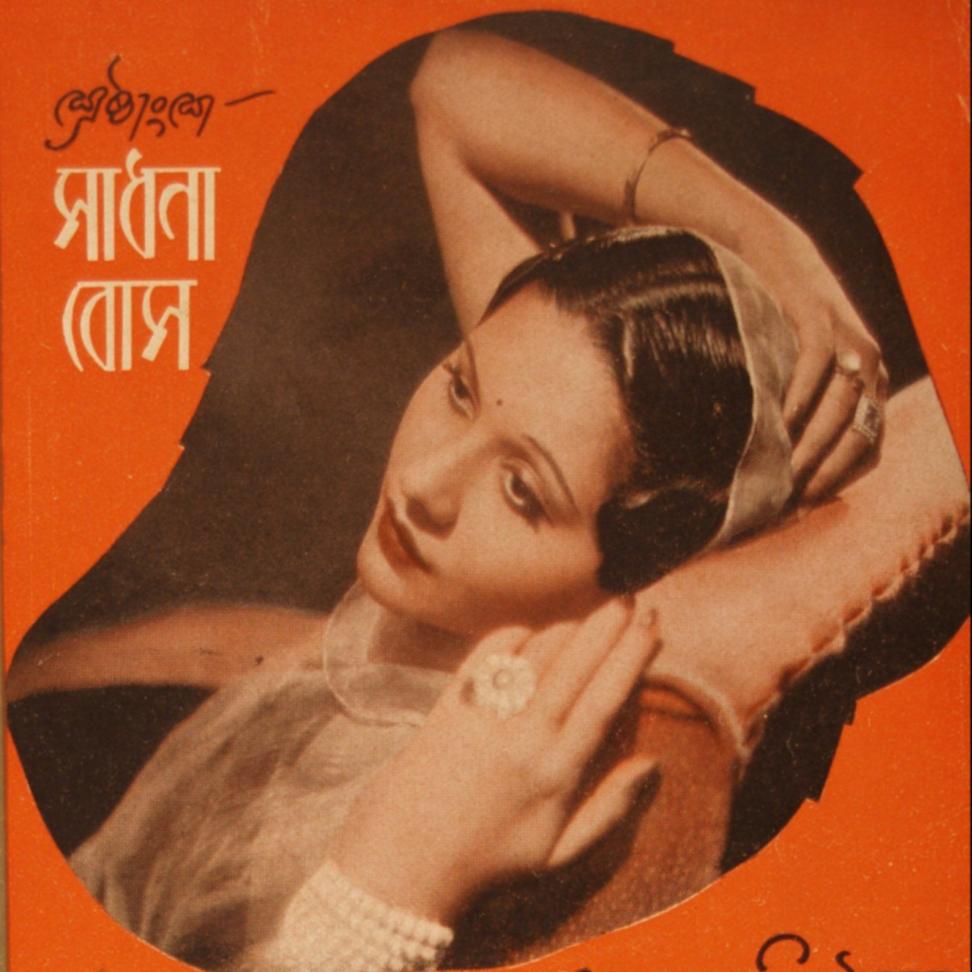


ପ୍ରତିବଳେ—  
ମାତ୍ରମା  
ମୋମ



ମାଗର ଧୂଭିଟୋଲେ

# କୁମକୁ

ଏ ସି. ଏ. ପି. ପ୍ରୋତ୍କଶାନ

KUMKUM : 1940

সাগর মুভিটোনের  
বাঙ্গলা ছবি

# কুমি কুমি

পরিচালক  
মধু বোস  
কাহিনী  
মন্মথ রায়  
সুরশিল্পী  
তিমিরবরণ



দোল ডিষ্ট্রিভিউটর্স

আইনাফালাম্বনিকচার্টেডালিং



কাহিনী  
মন্মথ রায়  
পরিচালনা  
**মধু বোস**  
আলোকচিত্র

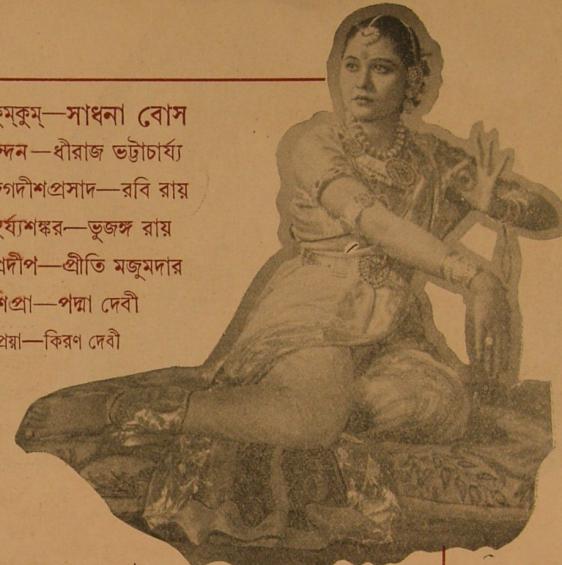
জয়গোপাল পিলাই  
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ  
শাস্তি প্যাটেল  
হৃষিকেশী  
তিমিরবরণ  
নৃত্য-পরিকল্পনা  
**সাধনা বোস**

#### সহকারী

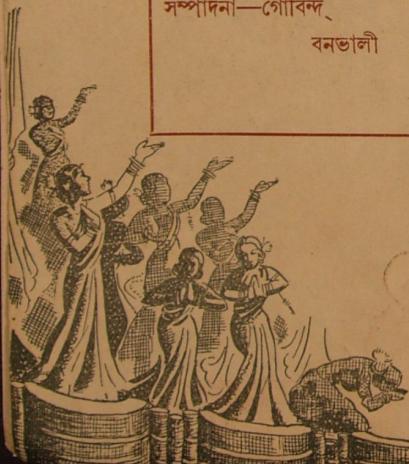
পরিচালনায়—সুধারঞ্জ  
চৌধুরী  
পরিষ্কৃতন—গঙ্গাধর নার্তে  
কার ও প্রাণজীবন স্বকলা  
গীতিকার—হেমন্ত গুপ্ত  
সম্পাদনা—গোবিন্দ  
বনভালী



কুমকুম—সাধনা বোস  
চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য  
জগদীশপ্রসাদ—রবি রায়  
সূর্যশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায়  
প্রদীপ—প্রতি মজুমদার  
শিশি—পদ্মা দেবী  
প্রিয়া—কিরণ দেবী



“পঞ্চ পাণ্ডব”—মণি চাটার্জি  
শশির চাটার্জি  
যশোবন্ত আগামী  
ললিত রায়  
সুশাস্ত্র মজুমদার  
শুক্রা—কুমারী বিনোদ গুপ্ত  
চেজ ডিরেক্টর—বেঁচ সিংহ  
তিলোত্তমা—লাবণ্য দেবী  
প্রাইভেট সেক্রেটারী—অবনী মিত্র



## ଗପୋଂଞ୍ଜ

“ଆଜ ଆମାଦେର ଅନ୍ଧ  
ନେଇ, ସମ୍ମ ନେଇ, ସାଥ୍ୟ ନେଇ,  
ଦେଶେ ଛତିଙ୍କ, ମହାମାରୀ... ।  
.....ଦେଶେର, ଜାତିର,  
ଆମାଦେର ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ,  
ଏହି ହାହାକାର ଧବନିତ ହ'ଲ  
ଯାତ୍ରୀର କଠେ । ନିରଦେଶେର  
ଯାତ୍ରୀ—ସାମନେ ତାର ଶୀମା-  
ହିନ, ଅନ୍ତ୍ୟହିନ ପଥ ।.....

ମଝେ ଚଲୁଛି ସନ୍ମାଧନ  
ଧନମାଯାଦୀ ନେତା । ଓ ସହରେର

ପ୍ରଥ୍ୟାତନାମା ଧନୀ ଜଗଦୀଶପ୍ରସାଦେର ‘ମହାକୁଞ୍ଜ’ ନାଟକେର ଅଭିନ୍ୟା । ଦୃଶ୍ୟ ପର ଦୃଶ୍ୟ  
ଚଲେଛେ—ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସାଗରେ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ମେଳିଲେ ଦେଖେ ମୁଦ୍ଦ ବିଶ୍ଵରେ । ସାମନେର ଆମନେ  
ସ୍ଵର୍ଗ ନାଟକାର ଜଗଦୀଶପ୍ରସାଦ ବସେ ଆଛେନ । ସ୍ତାବକ ଓ ଅନୁଗ୍ରହୀତର ଦଲ ତାର କର୍ମକୁଳରେ  
କୁଞ୍ଜ କରଛେ ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ । ଗର୍ବେ ଜଗଦୀଶପ୍ରସାଦେର ବୁକ ହେଁ ଉଠିଲେ ଫ୍ରିତ ।

ଟେଜିମାନେଜାରେର ମନଟାଓ ଆଜ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ଏକ ବାଡ଼ୀ ଲୋକ ଗମ୍ବଗମ୍ବ କରଛେ ।.....  
ହଟାଟ, ମଝେର ନାୟିକା ‘କାଟେନ’ ପଡ଼ାର ମଦେ ମଦେ ମେହି ଯେ ଧରାଶାରିବି ହ'ଲେନ, ଆର  
ଉଠିଲେନ ନା । ବହ ପୁରାତନ ‘କଲିକ୍’ ବେଦନାଟା ମମର ବୁଝେ ମେନ ଚେପେ ଧରି । ମାନେଜାରେର

ମାଥାର ବେନ ଆକାଶ ଭେଟେ ପଡ଼ିଲ । ଉପାୟ ନେଇ । ଅଗନ୍ତ୍ୟ ମାନେଜାରେ ‘ଦୟୀସଜ୍ଜ’  
ଥେକେ ଏକଟି ମେରୋକେ ଧରେ ନାୟିକାର ବାକୀ ଅନ୍ଧକୁ ଅଭିନ୍ୟା କରିବାର ଭାବେ ନାମିଯେ  
ଦିଲେନ । ମେରୋଟିର ଆସଲ ନାମ—‘କୁମରମ’, ଟେଜେ କିନ୍ତୁ,  
'କମଳ' ବଲେଇ ପରିଚିତ । ବେଚାରା ଅତ୍ବଦ ପାର୍ଟ କ'ରେ ନି  
କଥନ୍ତି । ଟେଜେ ନେମେ ଘାବଡ଼େ ଗେଲ । ମେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରୀକେ  
ହତ୍ୟା କରାର କଥା—ବେଚାରା ଭୁଲ କ'ରେ ପ୍ରାହିତକେଇ  
ହତ୍ୟା କରେ ବସନ୍ତ ।

Curtain ! Curtain !

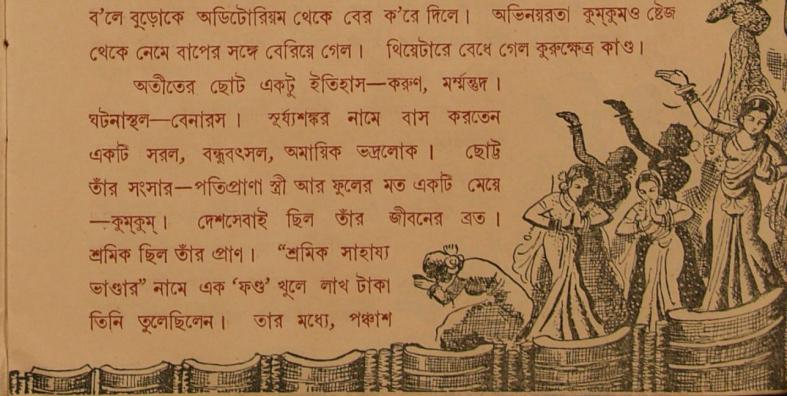
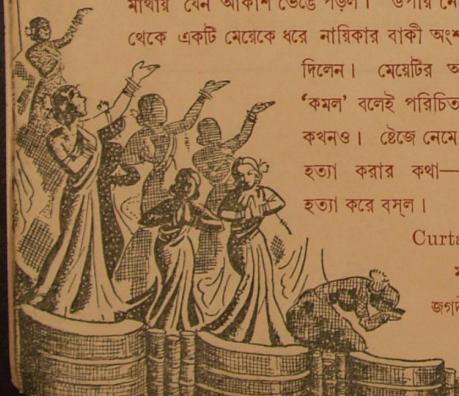
ମାନେଜାରେର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଗେଲ ।  
ଜଗଦୀଶପ୍ରସାଦ ଓ ଅବାକ ହେଁ ଗେଲେନ ।

କିନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦେର କରତାଲିଖନିତେ ପ୍ରେକ୍ଷାଗାର ଉଠିଲ କେପେ । ଧନ-ସାମବାଦେର ହାତ୍ୟା  
ତଥନ ଦେଶେ ପ୍ରେବଲଭାବେ ବହିଛେ । ଦର୍ଶକ ଭାବଲେ, ନାଟକାର ଦେବତାର ବିଲାସ ମନ୍ଦିରେର  
ପୁରୋହିତକେ ସ୍ଥିତ କରେଛେ ସନବାଦୀର ପ୍ରାତିକରଣେ । ତାଇ, ପୁରୋହିତର ପତନ, ଲାଭ  
କରିଲ ଦର୍ଶକ-ସମାଜେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମରଣ । ନାଟକାରର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହ'ଲ ପ୍ରଶଂସାର ପୁଷ୍ପମାଳା ।

କୁମରମେର ଭୁଲେର ଫଳେ ନାଟକଗତେ ଘଟିଲ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ । ନାଟକାର ଜଗଦୀଶପ୍ରସାଦ ପେଲେନ  
ଅଭ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା—ଏମନ ଏକଟା ଯୁଗ-ସମ୍ଭାବ୍ୟକ ନାଟକ ପ୍ରୋଜେନାର ଭାବେ ରଙ୍ଗାଳୟ ପେଲ ଦର୍ଶକେର  
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମରଣ ଓ ସହାହୃଦ୍ୟ ।.....ମାନେଜାରେର ମୁଖେ କୁମରମେର ପ୍ରଶଂସା ଆର ଧରେ ନା ।.....

ମାନେଜାରେର କାହିଁ ଥେକେ ‘ପାଖ’ ନିଯେ ପରେ ଦିନ ବୁଡ଼ା ବାପକେ ନିଯେ କୁମରମ ଏବଂ ତାର  
ଅଭିନ୍ୟା ଦେଖାତେ । ଅଭିନ୍ୟା ଝୁକୁ ହେବେ—ହଟାଟ, ବୁଡ଼ୋ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟକର ଆମାର ବହି”, “ଆମାର  
ବହି ଚାରି କରେବେ” ବେଳେ ଚୀଂକାର କରେ ଉଠିଲ । ହୈ ହୈ କ'ରେ ଗାତରେ ଦଲ ଛୁଟେ ଏସେ ପାଗଳ  
ବ'ଲେ ବୁଡ଼ୋକେ ଅଭିଟୋରିୟମ ଥେକେ ବେର କ'ରେ ଦିଲେ । ଅଭିନ୍ୟାରତା କୁମରମ ଓ ଟେଜେ  
ଥେକେ ନେମେ ବାପେର ମଦେ ନେଇରେ ଗେଲ । ଥିରୋଟାରେ ବେଧେ ଗେଲ କୁରକ୍ଷେତ୍ର କାଣ୍ଡ ।

ଅଭିତରେ ଛୋଟ ଏବଟ ଇତିହାସ—କରଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ।  
ଘଟନାହୁଲ—ବେନାରାସ । ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟକର ନାମେ ବାସ କରାନେ  
ଏକଟ ସରଳ, ବକ୍ରବଂଶ୍ଲ, ଅମାୟିକ ଭଦ୍ରଲୋକ । ଛୋଟ  
ତୀର ସଂସାର—ପତିପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀ ଆର ଫୁଲେର ମତ ଏକଟ ମେରେ  
—କୁମରମ । ଦେଶସେବାଇ ଛିଲ ତୀର ଜୀବନେର ବତ ।  
ଶ୍ରୀମିକ ଛିଲ ତୀର ଗ୍ରାୟ । “ଶ୍ରୀମିକ ସାହାଯ୍ୟ  
ଭାଣ୍ଡା” ନାମେ ଏକ ‘ଫଣ୍ଡ’ ଖୁଲେ ଲାଖ ଟାକା  
ତିଲି ତୁଳେଛିଲେନ । ତାର ମଧ୍ୟ, ପକ୍ଷାଶ



হাজার টাকা ছিল তাঁর নিজের দান।

সারা জীবনে যা কিছু সঞ্চয়

ক'রেছিলেন — নিজেকে,



নিজের স্তী-কন্যাকে বঞ্চিত

ক'রে সেই টাকা তিনি দান

করেছিলেন এই ‘কণ্ঠে’। সেই একলক্ষ

টাকার প্রমিকদের কিছু করবার ব্যবস্থা করার

আগেই কোনও কারণে তাঁকে রাজবারে অভিধি হ'তে

হয় Political Suspect ক্ষণে। জেলে ঘারার আগে তিনি

তাঁর আশ্চর্ত ও দরিদ্র বন্ধু জগন্মাথের হাতে সেই টাকার দরখণ ব্যক্তের

চেক-হই, কাগজ-পত্র ও তাঁর শেখা নাটক “মহাকুরার” পাঞ্জুলিপি এবং তাঁর স্তী  
ও শিশু-কন্যার ভার দিয়ে যান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায় জেনে। হঠাৎ,  
জেলে বসে একদিন তিনি সংবাদ পান, তাঁর স্তী মৃত্যুশ্বার। জেল থেকে পালিয়ে,  
থখন তিনি ঘৰে ফিরেলেন, থখন তাঁর স্তী আর নেই। তাঁরই মৃতদেহের বুকে আছড়ে পড়ে  
তাঁর কচা কুমকুম থখন কাঁদছে।

.....তারপর, প্রাণাত্মক বন্ধু জগন্মাথের পৌঁজে কেরাবী আসামী স্মর্যশঙ্কুর  
তাঁর কচার হাত ধরে জনারণ্যের মাঝে গেলেন হারিয়ে।.....এই গেল  
অতীতের ইতিহাস।

আজ স্মর্যশঙ্কুর বুরলেন—রবু জগন্মাথ কোথায়!  
কলিকাতা সহরের বিখ্যাত ধনী ও ধন-সাম্যবাদী নেতা  
লোকপুজা জগন্মাথপ্রসাদ কে?

স্মর্যশঙ্কুর ঠিকানা খুঁজে জগন্মাথপ্রসাদের সামনে  
গিয়ে হাজির হ'লেন। জগন্মাথপ্রসাদ তাঁকে  
দেখে ভয় পেলেও আমল দিলে না।  
উপরস্থ, কেরাবী আসামী ব'লে তাঁকে

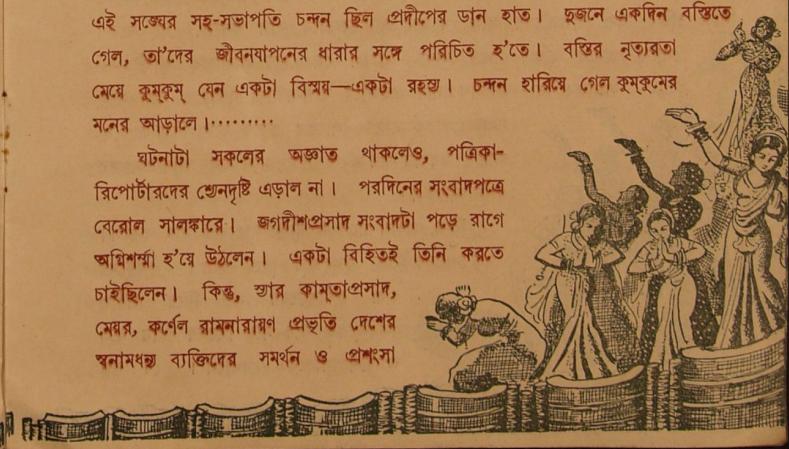
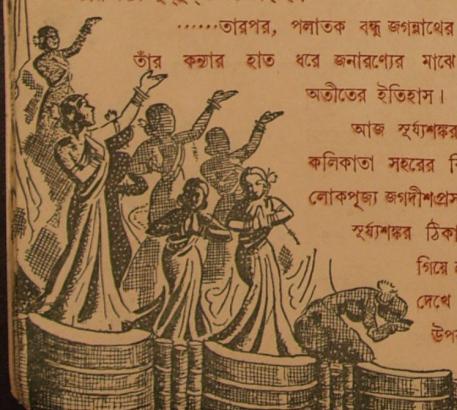
পুলিশে ধরিয়ে দেৰার ভয় দেখালে। জেলে গেলে মেৰে কি হ'বে, এই ভেবে  
স্মর্যশঙ্কুরও আইনের আশ্রম নিতে পাৱলেন না। ধনী জগন্মাথপ্রসাদ দৱিজ স্মর্যশঙ্কুরের  
এই দুৰ্বলতাৰ রহযোগ পেয়ে বসল। স্মর্যশঙ্কুরকে তাঁৰ বস্তিৰ সকীৰ্ণ ঘৰে ফিরে আসতে  
হ'ল তাৰাকুলত মন নিৰে—বন্ধু জগন্মাথেৰ সন্ধান পেয়েও। জগন্মাথপ্রসাদ  
মনে মনে আঞ্চলিকদেৱ হাসি হাসল।

কিন্তু, অলক্ষ্যে বিধাতাৰ হাসি কেউ দেখল না।

জগন্মাথপ্রসাদেৱ মৌখিক পঢ়পোষকতায় একটি ‘হ্ৰ-সভ্য’ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তাৰ  
সভাপতি ছিলেন স্বৰ্যং জগন্মাথপ্রসাদ ও সম্মাদক ছিল জগন্মাথপ্রসাদেৱ একমাত্ পুত্ৰ  
চলন চৌধুৱীৰ বন্ধু সাম্যবাদী তকণ নেতা প্রদীপ।

এই সভ্যেৰ উদ্দেশ্য ছিল, দীন-নিরিঙ্গ-চূঁড়ীৰ দৃঃখ-ব্যথা অপনোদনেৰ চেষ্টা কৰা।  
এই সভ্যেৰ সহ-সভাপতি চলন ছিল এন্ডীপেৰ ডান হাত। ছজনে একদিন বস্তিৰে  
গেল, তাঁদেৱ জীবনব্যাপনেৰ ধাৰাৰ সঙ্গে পৱিত্ৰিত হ'তে। বস্তিৰ ন্তৰতা  
মেৰে কুমকুম মেন একটা বিক্ৰয়—একটা রহস্য। চলন হারিয়ে গেল কুমকুমেৰ  
মনেৰ আঢ়ালে।.....

ঘটনাটা সকলেৰ অজ্ঞাত থাকলো, পত্ৰিকা-  
রিপোর্টারদেৱ খেন্দৰটি এড়ল ন। পৱিত্ৰেৰ সংৰাধপত্ৰে  
বেৰোল সালকাৰে। জগন্মাথপ্রসাদ সংবাদটা পড়ে রাগে  
অগ্ৰিশৰ্মা হ'য়ে উঠলেন। একটা বিহিতই তিনি কৱলতে  
চাইছিলেন। কিন্তু, আৰ কামতাপ্রসাদ,  
মেৰাব, কৰলি রামনারায়ণ প্ৰভৃতি দেশেৱ  
স্বল্পমধ্যত ব্যক্তিদেৱ সমৰ্থন ও ঔষংসা





কঁকে বিভ্রান্ত ক'রে দিলো। সকলেই বলতে লাগলেন, “একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বস্তির ভিকিরীর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা ক'রে জগদীশপ্রসাদ যে সমাজ সংস্কারের পথ দেখালেন তা, সমাজের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষেত্রে লেখা থাকবে!” হঠাৎ অ্যাচিতভাবে এই প্রশংসালাভ করে, জগদীশপ্রসাদ ভাবলেন, ‘মন কি’। প্রদীপকে ডাকিয়ে তিনি সলা-পরামর্শ করলেন। ওদিকে চন্দনও বৰু প্রদীপের কাছে তার মন ব্যক্ত ক'রে বসে আছে—ঐ ভিকিরীর মেয়ে কুম্হকুমকেই সে বিয়ে করবে।’ জগদীশপ্রসাদ এক টিলে হই পাথী মারবার ব্যবস্থা করলেন। লোকে জানবে ভিকিরীর মেয়ে অথচ সত্যি সত্যি ভিকিরীর মেয়ে না হয়। প্রদীপ একটি মেয়ের কথা বল্লে—সে নাকি তারই আঢ়ীয়া সম্পর্কে ঠগী। জগদীশ-প্রসাদ মেন অক্ষকরে আলো দেখলেন। স্থির হল, সেই মেয়েকেই প্রদীপ দেখাবে—বস্তির একটা ঘরে। অর্থাৎ বস্তির লোকদের জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে প্রদীপ নিজে বস্তির “পঞ্চ পাও”দের সঙ্গে যে ঘরে সাময়িকভাবে বাস করছে, সেই ঘরে।

লোকে জানবে বস্তির মেয়ে অথচ আসলে সে মেয়ে প্রদীপের আঢ়ীয়া—  
স্বাস্থ্যবংশীয়া—জগদীশপ্রসাদ এইভাবে বংশ-মর্যাদা বজায় ও সঙ্গে সঙ্গে  
সমাজসংস্কারক নেজে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে প্রশংসন  
আদায় করবার পথ খুঁজে পেয়ে মনে মনে আঙুপ্রসাদের  
হাসি হাসলেন।

কিন্তু, প্রদীপ চালে জগদীশপ্রসাদকেও মাং করলো।  
বৰু চন্দনের হচ্ছে, কুম্হকুমকে বিয়ে করে। কুম্হকুমের  
বাবা স্বর্ণশঙ্করের মত নিয়ে প্রদীপ  
কুম্হকুমকেই ঘমে-নেজে নিজের বোন বলে  
জগদীশপ্রসাদকে দেখালে। যে বৰু

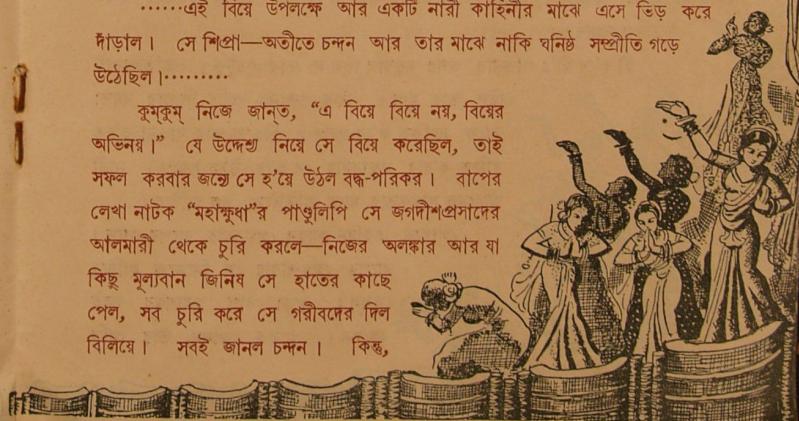
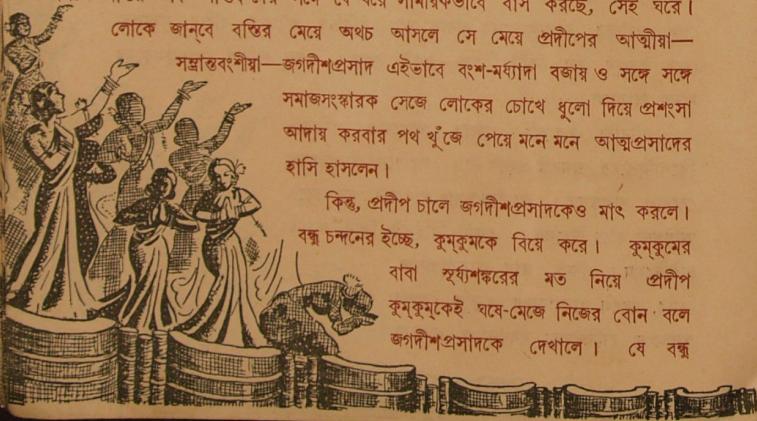
জগমাথ ওরফে জগদীশপ্রসাদ ঠাঁর এত বড় সর্বনাশ  
ক'রছে, চন্দন তারই একমাত্র পুত্র জেনেও, স্বর্ণশঙ্কর  
মেয়েকে তারই হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন,  
শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কুম্হকুম নিজেই রাজী  
হ'ল—সে বল্লে—“বো মেজেই আমি ওদের ঘরে চুকবো। তারপর, গৱীবের রাতে শুধু  
ঐ যে ওদের অত টাকা, অত শ্রদ্ধা, সব লুটে আবার আমি গৱীবকেই বিলিয়ে দেব।”

অবিচারে, অত্যাচারে স্বর্ণশঙ্কর তখন প্রতিহিংসাগৰায়ণ। প্রতিহিংসা ছাড়াও  
কুম্হকুমের নারী-জীবনের আর একটা দিক আছে, সেটা তখন তিনি ভুলে গেলেন। এমনি  
ভুলই মাঝুষ ক'রে—এই ভুল ক্ষতি নিয়েই মাঝুষ—মাঝুষ।

চন্দন-কুম্হকুমের বিয়ে হ'ল।

.....এই বিয়ে উপলক্ষে আর একটা নারী কাহিনীর মাঝে এসে ভিড় করে  
দাঢ়াল। সে শিশু—অতীতে চন্দন আর তার মাঝে নাকি ঘৰিষ্ঠ সম্মুতি গড়ে  
উঠেছিল।.....

কুম্হকুম নিজে জান্ত, “এ বিয়ে বিয়ে নয়, বিয়ের  
অভিনয়।” যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে বিয়ে করেছিল, তাই  
সকল করবার জন্যে সে হ'য়ে উঠল বজ্জ-পরিকর। বাপের  
লেখা নাটক মহাকুমাৰ”ৰ পাঞ্জলিপি সে জগদীশপ্রসাদের  
আলমারী থেকে চুরি করলো—নিজের অলঙ্কার আর যা  
কিছু মূল্যবান জিনিস সে হাতের কাছে  
পেল, সব চুরি করে সে গৱীবদের দিল  
বিলিয়ে। সবই জানল চন্দন। কিন্তু,



প্রতিবাদ  
জানাল না  
একটিবারও।

তাবলে, বেদিন  
কুমকুম সতি সতিই  
তাকে তাঙ্গবাসতে শিথবে  
সেদিন চুরি আর সে  
করবে না। প্রেম দিয়ে  
কুমকুমকে জয় করবার  
চেষ্টায় চন্দন বাকুল  
হ'য়ে উঠল।

সবই জান্ত চন্দন—উপরঙ্ক, কুমকুম প্রদীপকে বিখাস ক'রে যা বল্ত, প্রদীপ সে  
সবই বল্ত চন্দনকে। ফলে, চন্দনের কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

রাত্রে অতি নিহিতে কুমকুম সাক্ষাত কৃত প্রদীপের সঙ্গে।.....

.....তারপর!.....

এক স্মরণীয় রাত্রির ঘটনা।.....

স্বামীর প্রেম, মাঝা-মমতা কুমকুমের মনের ধারায় এনে দিয়েছিল একটা পরিবর্ণন।  
গোপনে মনের নিহিততম প্রদেশে নিজেরই অজ্ঞাতে দেই প্রেমের কিশলয় হ'য়ে  
উঠেছিল মজারিত।

শী হ'য়ে শী'র পাওনার ওপর অভূতাগ ছিল না তার অতচুরু। প্রতিহিসাই  
ছিল তার মৃখ। কিন্তু চন্দনের অতি শিপাইর মমতা  
তাকে সচকিত ক'রে তুলল। শীরাপে তার পাওনা হ'তে  
বাধিত হ'বার সম্ভাবনায় সে হ'য়ে উঠল মজাগ। নারী  
জীবনের সার্থকতার মাঝে প্রতিহিসা গেল হারিয়ে।

গোপনে একদিন কুমকুম গেল তার বাপের কাছে।  
বাপের বেহ-ধারার সে নিজেকে হারিয়ে  
ফেলল। বুড়ো বাপ সূর্যশক্তির সবই  
বুরুলেন। আরও বুরুলেন, তার প্রতি

অসীম মমতাই মেঝের মনে  
এনেছে বিপর্যায়। স্বামীর  
ঘরে সে হয়ত স্থথেই  
কাটাতে পারে তার নারী  
জীবন; কিন্তু, বুড়ো বাপের  
প্রতি স্বেহ-মমতাই তাকে  
পেছন থেকে টানে।  
ব্যাপার বুঝে, তিনি হিঁর  
কর্লেন দূরে সরে যেতে।....

তারপর এ'ল সেই  
স্মরণীয় রাত্রি।.....

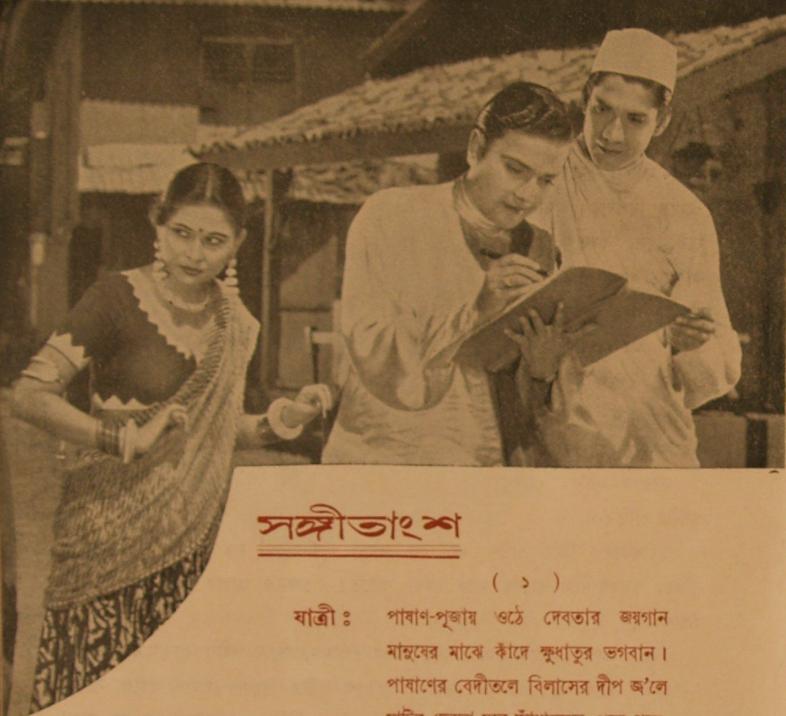
সূর্যশক্তকে নিয়ে প্রদীপ এল এক পার্কে পূর্ব-বাবস্থা মত। গোপনে স্বামীকে  
কিন্তু কুমকুম এল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দনও ছায়ার মত করলে তার  
অসুস্মরণ।.....

বুড়ো বাপ মেঝেকে দেখে থখন চ'লে গোপন, তখন প্রদীপ কুমকুমকে জানালে  
—“বাপের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা।” কুমকুম লুটিয়ে পড়ল—প্রদীপ তাকে সামনা  
দেবার চেষ্টা করল। চন্দন দেখল—মন তার উঠল বিয়িরে। বৰুৱা প্রেম সব ভেসে  
গেল। মন তার ভরে উঠল কুৎসিত সন্দেহে.....কুমকুম গেল তাকে বোঝাতে,  
কিন্তু, কে বুঝবে তখন!

তারপর?.....নাটক! অভিনয়! জীবন-নাট্যের অভিনয়! অভীতের মর্যাদা  
কাহিনীর পুনরাভিনয়।.....দৃশ্যের পর দৃশ্য.....দেবতা, মাঝে, শয়তান.....  
মঞ্চের ওপর এল', গেল.....

দেশের, জাতির মহাকূথায় একটি নারী দিলে  
মহাভিন্না!.....মহাকূথায় মহাভিন্না!

কিন্তু, কুমকুম?



## সঙ্গীতাঞ্চ

( ১ )

যাত্রীঃ পাষাণ-পূজায় ওঠে দেবতার জয়গান  
মাহবের মাঝে কাঁদে শুধুতুর ভগবান।  
পাষাণের বেলীতলে বিলাসের দীপ জ'লে  
মাটির দেবতা মরে আধারেতে পলে পলে,  
পাষাণ জভিছে পূজা, নারায়ণ অপমান।

( ২ )

কুমকুমঃ যারে সব দিয়া  
তহমন হিয়া'  
হিয়া যার ফিরে পাই,  
আমি, তারি লাগি গান গাই।

আথি যার তরে  
মেব হয়ে যাবে  
মন কহে 'যারে' চাই ;  
তারি লাগি গান গাই।  
মনের আড়ালে  
আসে যায় চলে,  
ধরি না ধরিতে পাই,

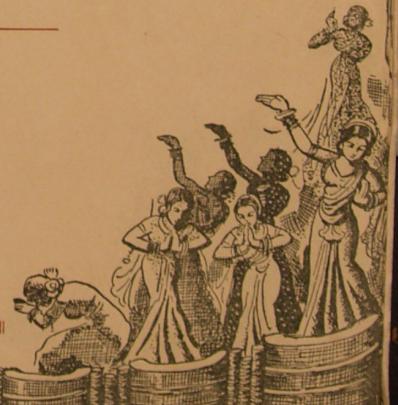
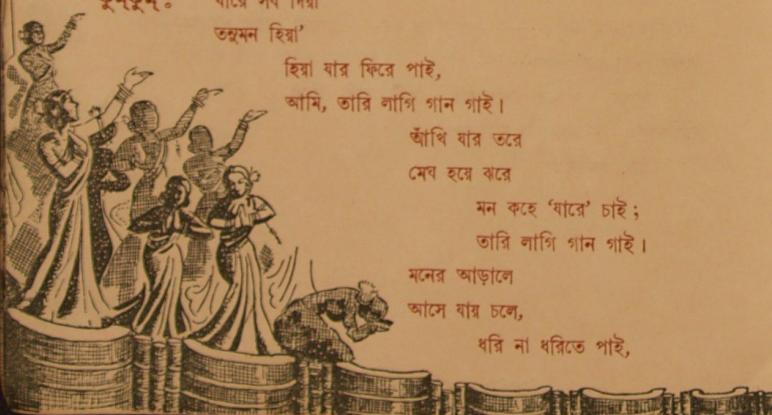


চোখে চোখে বলে  
কথা কত ছলে

মনে যার 'মন' নাই,  
তারই লাগি গান গাই !!

( ৩ )

কুমকুম ও "পঞ্চ-পাণ্ডু" :  
খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে  
জীবন-খেয়া চালাও বেয়ে ছনিয়ারাই ছন্দে।  
কালের কথা কাজ কি ভেবে,  
হ'বার যা' তা' হ'বেই হবে,—  
জীবন মিলাও এই ছনিয়ার রূপ-রসে আর গদে॥





মনের ধৰম রয় না মনে,  
পুঁথির পাতায় রয়,  
মাহুষ মেরে গাইছে পুঁথি,—  
“ভয় মাহুষের জয়”!—  
ভাস্বো মোরা বাহির বীখন,  
মান্বো শুধু মনের শাসন—  
পুঁথির বিদির চিতার তোরা দে রে আওগ দে ॥

( ৪ )

### কুমকুম ও কোরাসঃ

মোদের ঘর  
ওরে ভাট এই ত মোদের ঘর,  
পথের বাটল আপন মোদের  
আর যে সবাই পর।  
বাহির-পথে মাটি-মা আজ  
তাক দিয়েছে ধারে,  
তাদের ও ঘর আকাশ-পাথী  
বীখতে কি ভাই পারে,  
শিকল-কাটা পাথী কিরে  
আপন বিজন ঘর ॥

মা-মরে আজ বাঁচে ধারা,  
মাটি মারের তাক ভুলে ভাই  
বেঁচে সবাই মরছে তারা,



পরকে ডাকে আপন বলে, আপন ক'রে পর।  
মোদের ঘর—ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর ॥

( ৫ )

### কুমকুম ও চন্দনঃ

আগে চান্দ আমার বাতাইনে,  
দূর গগনে ;  
আগো চান্দ আমার এ তহু-মনে  
মধু-লগনে ।

মোর চান্দের লাগি’  
রহে কুমুদী জাগি’—  
যেন আখি ভরা প্রেম তার সোণার রেগু,  
সেথা মোর চান্দ সুরভির বাজায় বেগু ।

ওগো চান্দ আমার,  
কথা কও কথা কও,  
কুমুদীর মধুমালা।

তুলে নাও, তুলে নাও ।  
ওগো চান্দ আমার কথা কও—  
তোমার মাঝারে কুমুদিত তুমি  
সুরভি হইয়া রও—

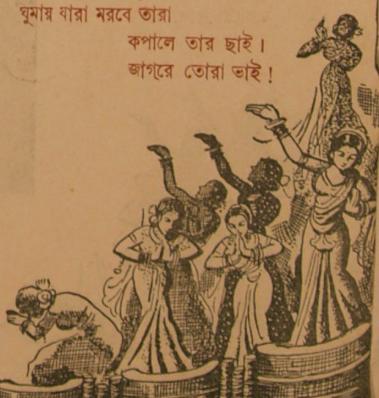
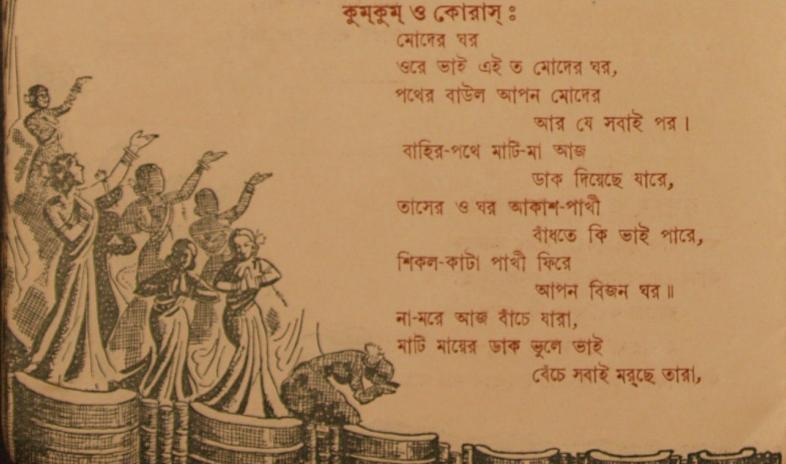
চান্দ হ’য়ে জাগি আমার গগনে  
আলোক বিলায়ে দাও,  
পুলক বিলায়ে দাও,  
বিলায়ে দাও ॥

( ৬ )

### কুমকুমঃ

আগের তোরা ভাই  
তোরা আগ—তোরা আগ—জাগ—  
মাৰা ভুবন জাগল তোদের  
সুমের কি শেষ নাই ?

সুমায় ধারা মরবে তারা  
কপালে তার ছাই ।  
জাগের তোরা ভাই !



জনেক শ্রমিক  
এই ঘাঁরেতে পাথর ভাঙি  
গুঁড়িয়ে করি ধূলি,  
পাথর-চাপা কপাল আমার  
সাধা যে নাই খুলি'।

জনেক বৃক্ষকৃষক  
কাঠ কেটে মোর জীবন কাটে  
ভূবল তারা পারের ঘাটে—  
আমি চালাই কাঠে করাত  
করাত আমার সদাই কাটে।

জনেক বৃক্ষানারী  
ধাতা যেদিন গড়ল ধরা  
গড়ল সবার এক সমান,  
বৃক্ষ-শ্রমিক  
আজ কেন তার অপর ধরা  
কেউ দীন, কেউ অর্থবান ?  
হায় ভগবান ! কেন ভগবান ?

### কুমকুম

পাথর-চাপা নব তো কপাল  
নিজেই আমি চাপাই পাথর,  
থাকলে সাহস ভিক্ষে যেচেও  
ভিথারী পার রাজার আসুৱ।

১ম ॥ চলুৱে তোৱা চ'ল—  
২য় ॥ সৰুহারার দল !  
৩য় ॥ বাধাৰ-বাধন মাড়িয়ে পায়ে  
সামনে ছুটে চল !

### কুমকুম

এগিয়ে চলার গান,  
আগ্রে সবাই গাই—  
জাগৱে তোৱা ভাই !



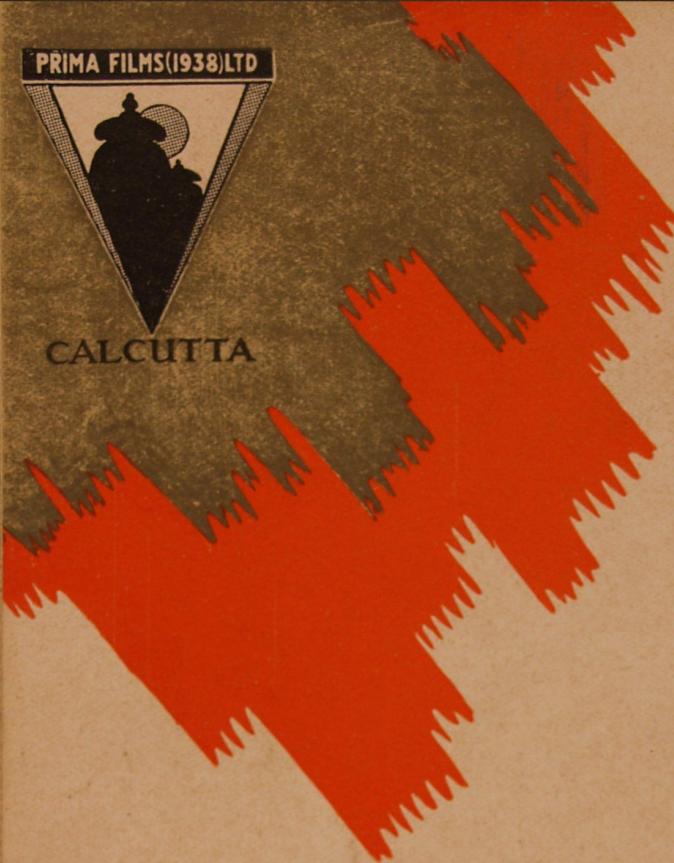
শ্ৰীফলীন্দু পাল কৰ্তৃক সম্পাদিত  
১৮ম বৃহৎবন বসাক প্লটস্ট ইষ্টার্ন টাইপ  
ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ  
হইতে শ্ৰীবীৰেন্দ্ৰনাথ দে (বি. এন. সি.) কৰ্তৃক  
মুদ্রিত ও প্ৰকাশিত।

PRIMA FILMS(1938)LTD

1940



CALCUTTA



প্রাইমা ফিল্ম কর্তৃক  
এই প্রতিকার্যান্বয়  
সরবরাহ সংস্কৃত

প্রাইমা ফিল্মসের  
প্রচার - শিল্পী  
আফগানিস্তান পাল  
কর্তৃক সম্পাদিত

ଅଞ୍ଚଳ  
ମାଧ୍ୟମ  
ବୋସ

Released 10-2-1940



କବିତା

କବିତା

ସାଗର ମୁଖିଟୋନେର  
ପ୍ରଥମ ବାଞ୍ଛଲା ଛବି

সাগর মুভিটোনের  
বাঙলা ছবি

# ଫୁଲ.ଫୁଲ.

পরিচালক  
মধু বোস  
কাহিনী  
মন্ত্র রায়  
সুরশিল্পী  
তিমিরবরণ



দোল ডিস্ট্রিউটর্স

ଆଇମା ଫିଲ୍ମ୍ସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟାଲିଂ



কাহিনী

মদ্মথ রায়

পরিচালনা

**মধু বোস**

আলোকচিত্র

জয়গোপাল পিলাই

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ

শাস্তি প্যাটেল

সুরশঙ্কী

তিমিরবরণ

শৃঙ্গ-পরিকল্পনা

**সাধনা বোস**

**সহকারী**

পরিচালনায়—হেমন্ত গুপ্ত

চৌধুরী

পরিষ্কৃটন—গঙ্গাধর নার্দে

কার ও প্রাণজীবন স্মৃকলা

গীতিকার—হেমন্ত গুপ্ত

সম্পাদনা—গোবিন্দ

বনভালী



কুমকুম—সাধনা বোস

চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য

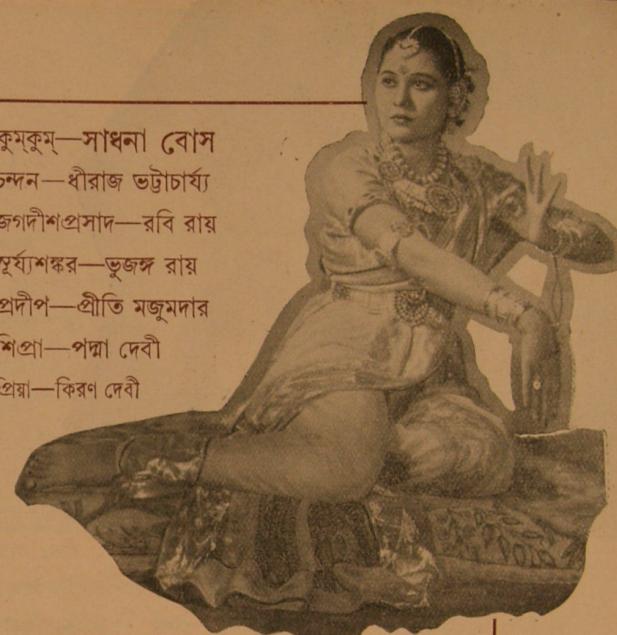
জগদীশপ্রসাদ—রবি রায়

সুর্যাশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায়

প্রদীপ—গীতি মজুমদার

শিপো—পদ্মা দেবী

প্রিয়া—কিরণ দেবী



“পঞ্চ পাঁওব”—মণি চাটার্জি

শশীধর চাটার্জি

যশোবন্ত আগামী

সলিত রায়

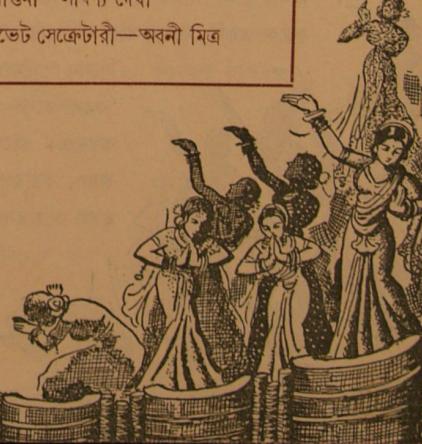
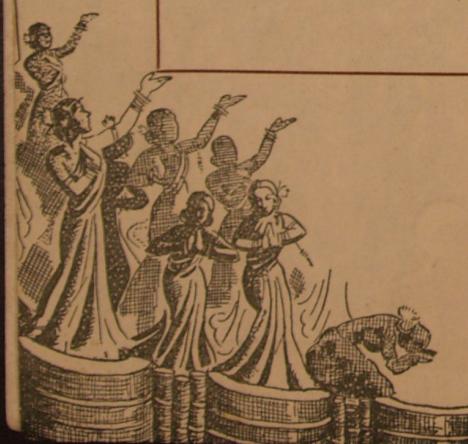
সুশাস্ত মজুমদার

শুক্রা—কুমারী বিনোদ গুপ্তা

ষেজ ডিরেষ্টার—বেঁচ সিংহ

তিলোত্মা—লাবণ্য দেবী

প্রাইভেট সেক্রেটারী—অবনী মিত্র



## ଗପୋଣ୍ଡ

“ଆଜ ଆମାଦେର ଅନ୍ନ  
ନେଇ, ସପ୍ତ ନେଇ, ହାତ୍ୟ ନେଇ,  
ଦେଶେ ଛାତିଙ୍କ, ମହାମାରୀ...।

.....ଦେଶେ, ଜାତିର,  
ଆମାଦେର ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ,  
ଏହି ହାହାକାର ଧରନିତ ହଲ  
ଯାତ୍ରୀର କଷ୍ଟେ । ନିରଦେଶେର  
ଯାତ୍ରୀ—ସାମନେ ତାର ଶୀମା-  
ହିନ, ଅନୁଗୃହୀନ ପଥ ।.....

ମଧ୍ୟେ ଚଲ୍ଲିଲ ସ୍ଵନାମଧତ  
ଧନ୍ୟାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ଓ ସହରେ

ପ୍ରସ୍ଥାତନାମ ଧନୀ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦେର ‘ମହାମୂର୍ତ୍ତି’ ନାଟକେର ଅଭିନୟ । ଦୃଶ୍ୟର ପର ଦୃଶ୍ୟ  
ଚଲେଛେ—ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଗାରେ ଦର୍ଶକବୃଳ ମେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ ମୁଢ଼-ବିକ୍ରିବେ । ସାମନେର ଆସନେ  
ସ୍ଵର୍ଗ-ନାଟକାର ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ବସେ ଆଛେନ । ସ୍ତାବକ ଓ ଅନୁଗୃହୀତର ଦଲ ତାର କର୍ମକ୍ରହରେ  
କୁଳନ କରିଛେ ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ । ଗର୍ବେ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦେର ବୁକ୍ ହ'ୟେ ଉଠେଛ ଶ୍ଫିତ ।

ଟେଜ୍-ମାନେଜାରେର ମନ୍ଟାଓ ଆଜ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ଏକ ବାଢ଼ୀ ଲୋକ ଗମ୍ ଗମ୍ କରିଛେ ।.....  
ହଠାତ୍, ମଧ୍ୟର ନାୟିକା ‘କାଟେନ’ ପଢ଼ାର ମଦ୍ଦେ ମଦ୍ଦେ ସେଇ ସେ ସେ ଧରାଶାୟିନୀ ହ'ଲେନ, ଆର  
ଉଠିଲେନ ନା । ବହ ପ୍ରାତନ ‘କଲିଙ୍କ’ ବେନାଟା ସମୟ ବୁଝେଇ ଯେବେ ଚେପେ ଧରିଲ । ମାନେଜାରେର  
ମାଥର ଯେବେ ଆକାଶ ଭେଟେ ପଡ଼ିଲ । ଉପାର ନେଇ । ଅଗତ୍ୟ ମାନେଜାର ‘ସଥୀମତ୍ୟ’  
ଥେକେ ଏକଟି ମେଯେକେ ଧରେ ନାୟିକାର ବାକୀ ଅଂଶଟୁଳୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଜୟେ ନାମିଯେ  
ଦିଲେନ । ମେୟୋଟର ଆସଲ ନାମ—‘କୁମର୍ମ’, ଟେଜ୍ କିନ୍ତୁ,  
'କମଳ' ବଲେଇ ପରିଚିତ । ବେଚାରା ଅତବଦ୍ ପାଟ କ'ରେ ନି  
କଥନ ଓ । ଟେଜେ ନେମେ ଘାବଦେ ଗେଲ । ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରୀକେ  
ହତ୍ୟା କରାର କଥା—ବେଚାରା ଭୁଲ କ'ରେ ପୁରୋହିତକେଇ  
ହତ୍ୟା କରେ ବସିଲ ।

Curtain ! Curtain !

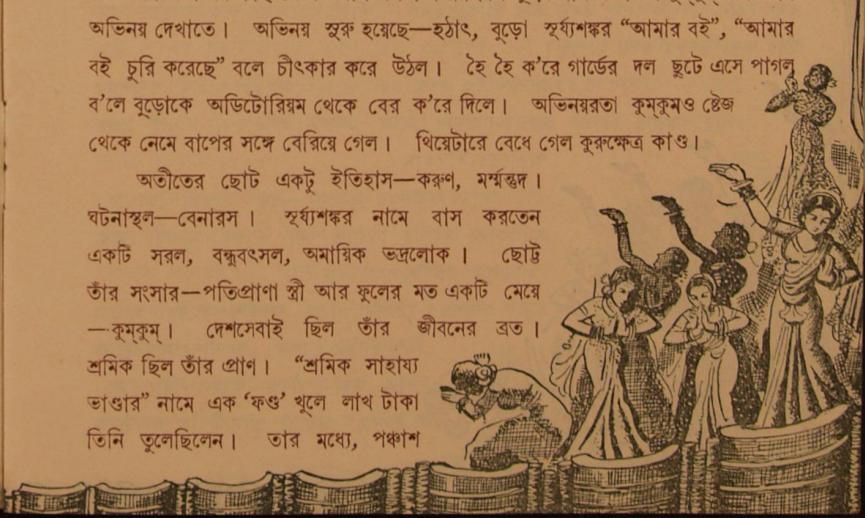
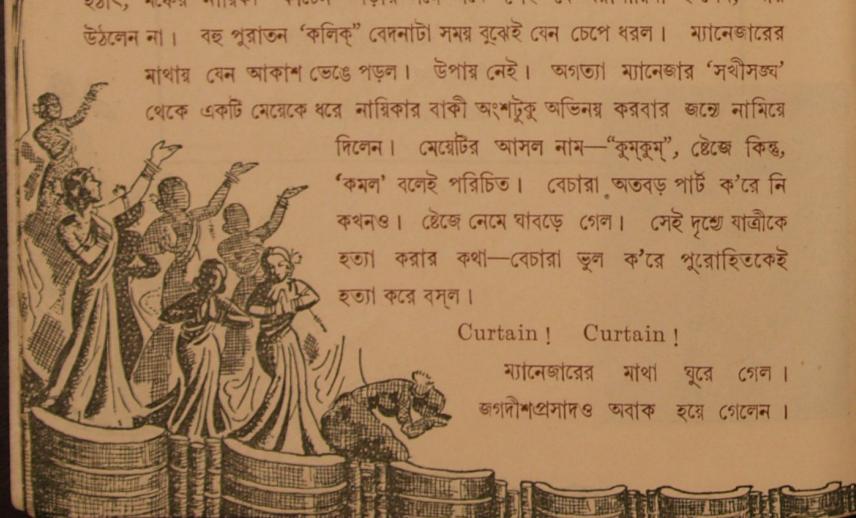
ମାନେଜାରେର ମାଥା ଘୁରେ ଗେଲ ।  
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଅବାକ ହେଁ ଗେଲେନ ।

କିନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକବୃଳେର କରତାଲିଧବନିତେ ପ୍ରେକ୍ଷାଗାର ଉଠିଲ କେପେ । ଧନ-ସାମାବାଦେର ହାତ୍ୟା  
ତଥନ ଦେଶେ ପ୍ରେବଲଭାବେ ବଇଛେ । ଦର୍ଶକ ଭାବଲେ, ନାଟ୍ୟକାର ଦେବତାର ବିଲାସ ମନ୍ଦିରେର  
ପୁରୋହିତକେ ଶତି କରେଛେ ଧନବାଦୀର ପ୍ରତୀକଙ୍ଗପେ । ତାଇ, ପୁରୋହିତର ପତନ, ଲାଭ  
କରିଲ ଦର୍ଶକ-ସମାଜେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ । ନାଟ୍ୟକାରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଲ ପ୍ରଶଂସାର ପୁଷ୍ପମାଳା ।

କୁମର୍ମମେର ଭୁଲେର ଫଳେ ନାଟ୍ୟଜଗତେ ଘଟିଲ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ । ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ପେଲେନ  
ଅଭ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା—ଏମନ ଏକଟା ସ୍ଥାନମଞ୍ଚମୂଳକ ନାଟକ ପ୍ରୋଜନାର ଜୟେ ରଙ୍ଗାଳୟ ପେଲ ଦର୍ଶକେର  
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଓ ସହାଯ୍ସତି ।.....ମାନେଜାରେର ମୁଖେ କୁମର୍ମମେର ପ୍ରଶଂସା ଆର ଧରେ ନା ।.....

ମାନେଜାରେର କାହିଁ ଥେକେ ‘ପାଶ’ ନିଯେ ପରେର ଦିନ ବୁଡ଼ା ବାପକେ ନିଯେ କୁମର୍ମ ଏଲ ତାର  
ଅଭିନୟ ସୁରଙ୍ଗ ହେଁବେ—ହଠାତ୍, ବୁଡ଼ୀ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତର “ଆମାର ବହୀ”, “ଆମାର  
ବହି ଚାରି କରେଛେ” ବଳେ ଚୀତକାର କରେ ଉଠିଲ । ହେ ହେ କ'ରେ ଗାର୍ଡର ଦଲ ଛୁଟେ ଏସେ ପାଗଳ  
ବ'ଲେ ବୁଡ଼ୋକେ ଅଡ଼ିଟୋରିଯମ ଥେକେ ବେର କ'ରେ ଦିଲେ । ଅଭିନୟରତା କୁମର୍ମମେ ଟେଜ୍  
ଥେକେ ନେମେ ବାପେର ମଦ୍ଦେ ବେରେ ଗେଲ କୁରମ୍ଭେତ୍ର କାଣ୍ଡ ।

ଅତିତେର ଛୋଟ ଏକଟୁ ଇତିହାସ—କରଣ, ମର୍ମିଷ୍ଟନ  
ଘଟନାହଳ—ବେନାରସ । ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତର ନାମେ ବାସ କରିଲେ  
ଏକଟି ସରଳ, ବନ୍ଦବଂସଳ, ଅମାରିକ ଭୁଲୋକ । ଛୋଟ  
ତାର ସଂସାର—ପତିପ୍ରାଣ ଦ୍ୱୀ ଆର ଫୁଲେର ମତ ଏକଟି ମେଯେ  
—କୁମର୍ମ । ଦେଶମେବାଇ ଛିଲ ତାର ଜୀବନେର ଭବ ।  
ଶ୍ରମିକ ଛିଲ ତାର ପ୍ରାଣ । “ଶ୍ରମିକ ମାହିୟ  
ଭାଗ୍ୟର” ନାମେ ଏକ ‘ଫଣ୍ଡ’ ଖୁଲେ ଲାଖ ଟାକା  
ତିନି ତୁଳେଛିଲେନ । ତାର ମଧ୍ୟେ, ପଞ୍ଚଶିଶ



হাজার টাকা ছিল তাঁর নিজের দান।  
সারা জীবনে যা কিছু সংঘর্ষ  
ক'রেছিলেন — নিজেকে,



নিজের স্ত্রী-কন্তাকে বধিত  
ক'রে সেই টাকা তিনি দান  
করেছিলেন এ 'ফণে'। সেই একলক্ষ  
টাকায় শ্রমিকদের কিছু ক্রবার ব্যবস্থা করার  
আগেই কোনও কারণে তাঁকে জগন্মাথের অতিথি হ'তে  
হয় Political Suspect রূপে। জেলে ধারার আগে তিনি  
তাঁর আশ্রিত ও দরিদ্র বন্ধু জগন্মাথের হাতে সেই টাকার দরুণ ব্যাঙ্কের  
চেক-বই, কাগজ-পত্র ও তাঁর লেখা নাটক "মহাকুম্ভার" পাত্রুলিপি এবং তাঁর স্ত্রী  
ও শিশু-কন্তার তার দিয়ে ধান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে ধায় জেলে। হঠাৎ,  
জেলে বসে একদিন তিনি সংবাদ পান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যু-শয়ায়। জেল থেকে পালিয়ে,  
যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী আর নেই। তাঁরই মৃতদেহের বুকে আছড়ে পড়ে  
তাঁর কন্তা কুমকুম তখন কান্দছে।

.....তারপর, পলাতক বন্ধু জগন্মাথের খোঁজে ফেরারী আসামী সুর্যাশক্তি  
তাঁর কাচার হাত ধরে জনারণ্যের মাঝে গেলেন হারিয়ে।.....এই গেল  
অতীতের ইতিহাস।

আজ সুর্যাশক্তির বুরালেন—বন্ধু জগন্মাথ কোথায়!  
কলিকাতা সহরের বিখ্যাত ধনী ও ধন-সাম্যবাদী নেতা  
লোকপ্রভৃতি জগন্মাথের কে?

সুর্যাশক্তির ঠিকানা খুঁজে জগন্মাথের সামনে  
গিয়ে হাজির হলেন। জগন্মাথের তাঁকে  
দেখে তাঁর পেলেও আমল দিলে না।  
উপরন্ত, ফেরারী আসামী ব'লে তাঁকে



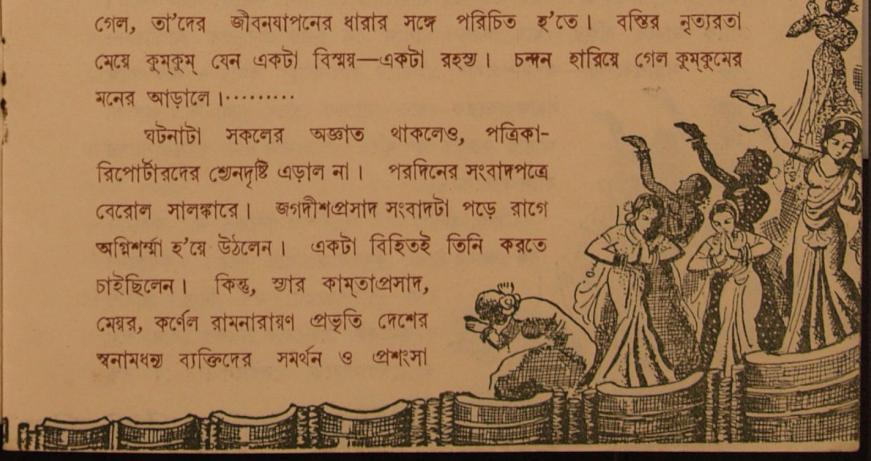
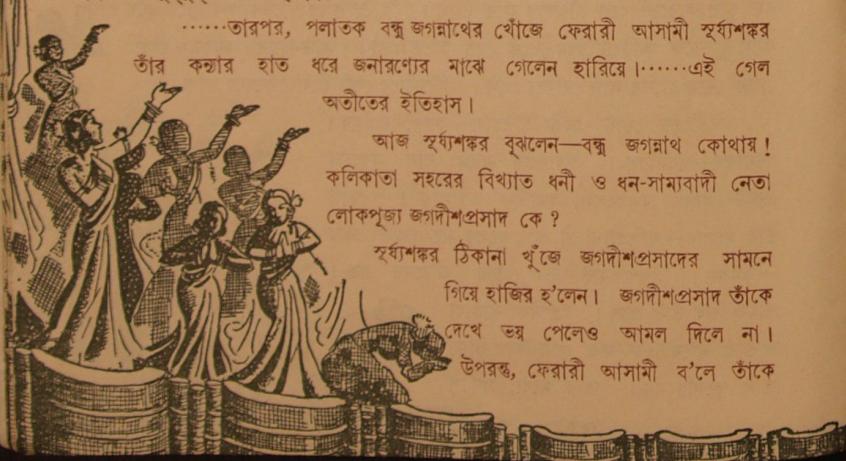
পুলিশে ধরিয়ে দেবার তব দেখালে। জেলে গেলে মেয়ের কি হ'বে, এই ভেবে  
সুর্যাশক্তির আশ্রয় নিতে পারলেন না। ধনী জগন্মাথপ্রসাদ দরিদ্র সুর্যাশক্তির  
এই ছৰ্বলতার স্থয়েগ পেয়ে বসল। সুর্যাশক্তিকে তাঁর বস্তির সকীর্ণ ঘরে ফিরে আসতে  
হ'ল ভারাকুন্ড মন নিয়ে—বন্ধু জগন্মাথের সন্ধান পেয়েও। জগন্মাথপ্রসাদ  
মনে মনে আস্ত্রপ্রসাদের হাসি হাসল।

কিন্তু, অলঙ্কে বিধাতার হাসি কেউ দেখল না।

জগন্মাথপ্রসাদের মৌখিক পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'ঘৰ-সজ্জ' প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তাঁর  
সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগন্মাথপ্রসাদ ও সম্পাদক ছিল জগন্মাথপ্রসাদের একমাত্র পুত্র  
চন্দন চৌধুরীর বন্ধু সাম্যবাদী তরুণ নেতা প্রদীপ।

এই সভ্যের উদ্দেশ্য ছিল, দীন-দরিদ্র-ছাঁথীর দুঃখ-ব্যথা অপনোদনের চেষ্টা করা।  
এই সভ্যের সহ-সভাপতি চন্দন ছিল প্রদীপের তাঁর হাত। ছজনে একদিন বস্তির  
গেল, তাঁদের জৈবন্যাপনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। বস্তির নৃত্যাতা  
মেয়ে কুমকুম ধেন একটা বিশ্বর—একটা রহস্য। চন্দন হারিয়ে গেল কুমকুমের  
মনের আড়াল।.....

ঘটনাটা সকলের অজ্ঞাত থাকলেও, পত্রিকা-  
রিপোর্টারদের খোলন্দৃষ্টি এড়াল না। পরদিনের সংবাদপত্রে  
বেরোল সালকারে। জগন্মাথপ্রসাদ সংবাদটা পড়ে রাগে  
অশিশশর্পা হ'য়ে উঠলেন। একটা বিহিতই তিনি করতে  
চাইছিলেন। কিন্তু, শার কামতাপ্রসাদ,  
মেয়ের, কর্ণেল রামনারায়ণ গ্রস্তি দেশের  
স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও প্রশংসা





তাকে বিভাস্ত ক'রে দিলে। সকলেই বলতে লাগলেন, “একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বস্তির ভিকিরীর মেঝের বিবাহের ব্যবস্থা ক'রে জগদীশপ্রসাদ যে সমাজ সংস্কারের পথ দেখালেন তা, সমাজের ইতিহাসে স্বৰ্ণকরে লেখা থাকবে!” হঠাত অবাচিতভাবে এই প্রশংসালাভ করে, জগদীশপ্রসাদ ভাবলেন, ‘মন কি’। প্রদীপকে ডাকিয়ে তিনি সলা-প্রয়মর্শ করলেন। ওদিকে চন্দনও বক্ষ প্রদীপের কাছে তার মন ব্যক্ত ক'রে বাসে আছে—এ ভিকিরীর মেঝে কুমকুমকেই সে বিষে করবে।’ জগদীশপ্রসাদ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা করলেন। লোকে জানবে ভিকিরীর মেঝে অথচ সত্যি সত্যি ভিকিরীর মেঝে না হয়। প্রদীপ একটি মেঝের কথা বল্লে—সে নাকি তারই আক্ষীয়া সম্পর্কে তগী। জগদীশ-প্রসাদ বেন অক্ষকারে আলো দেখলেন। স্থির হল, সেই মেঝেকেই প্রদীপ দেখাবে—বস্তির একটা ঘরে। অর্থাৎ বস্তির লোকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে প্রদীপ নিজে বস্তির “পঞ্চ পাঁওব”দের সঙ্গে যে ঘরে সাময়িকভাবে বাস করছে, সেই ঘরে।

লোকে জানবে বস্তির মেঝে অথচ আসলে সে মেঝে প্রদীপের আক্ষীয়া—সন্তানবংশীয়া—জগদীশপ্রসাদ এইভাবে বংশ-মর্যাদা বজায় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারক সেজে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে প্রশংসা আদায় করবার পথ খুঁজে পেয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

কিন্তু, প্রদীপ ঢালে জগদীশপ্রসাদকেও মাঁ করলে। বক্ষ চন্দনের ইচ্ছে, কুমকুমকে বিষে করে। কুমকুমের বাবা স্বৰ্ণশক্তির মত নিয়ে প্রদীপ কুমকুমকেই ঘয়ে-মেঝে নিজের বোন বলে জগদীশপ্রসাদকে দেখালে। যে বক্ষ

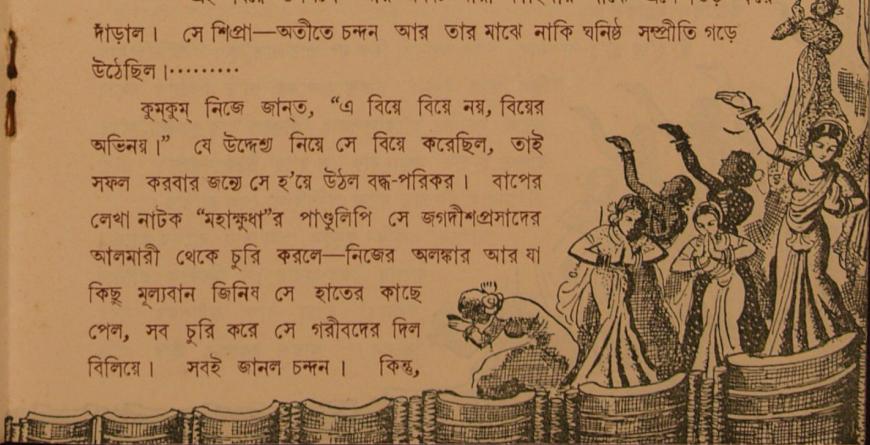
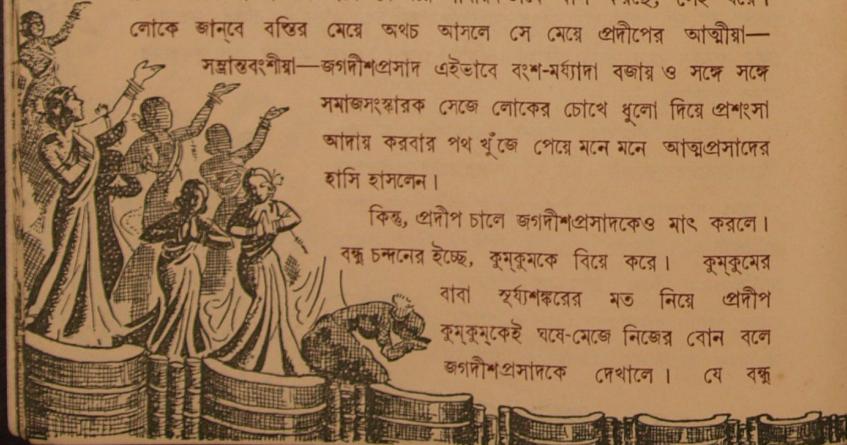
জগদীশ ওরফে জগদীশপ্রসাদ তাঁর এত বড় সর্বনাশ ক'রছে, চন্দন তারই একমাত্র পুত্র জেনেও, স্বৰ্ণশক্তির মেঝেকে তারই হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন, শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কুমকুম নিজেই রাজী হ'ল—সে বল্লে—“বৌ সেজেই আমি ওদের ঘরে ঢুকবো। তারপর, গরীবের রক্ত শুষে ত্রি যে ওদের অত টাকা, অত ঐশ্বর্য, সব লুটে আবার আমি গরীবকেই বিলিয়ে দেব।”

অবিচারে, অত্যাচারে স্বৰ্ণশক্তির তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা ছাড়াও কুমকুমের নারী-জীবনের আর একটা দিক আছে, সেটা তখন তিনি ভুলে গেলেন। এমনি ভুলই মাঝখন ক'রে—এই ভুল ক্রাট নিয়েই মাঝখন—মাঝুষ।

চন্দন-কুমকুমের বিষে হ'ল।

.....এই বিষে উপলক্ষে আর একটা নারী কাহিনীর মাঝে এসে ভিড় করে দাঢ়াল। সে শিশো—অতীতে চন্দন আর তার মাঝে নাকি ঘনিষ্ঠ সম্মুতি গড়ে উঠেছিল।.....

কুমকুম নিজে জান্ত, “এ বিষে বিষে নয়, বিষের অভিনয়।” যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে বিষে করেছিল, তাই সফল করবার জন্যে সে হ'য়ে উঠল বক্ষ-পরিকর। বাপের লেখা নাটক “মহাকুম্ভা”র পাঁওলিপি সে জগদীশপ্রসাদের আলমারী থেকে চুরি করলে—নিজের অলঙ্কার আর যা কিছু মূল্যবান জিনিস সে হাতের কাছে পেল, সব চুরি করে সে গরীবদের দিল বিলিয়ে। সবই জানল চন্দন। কিন্তু,





গৃতিবাদ

জানাল না

একটিবারও।

ভাবপ্রবণ চন্দন

ভাবলে, ঘেদিন

কুমকুম সাতি সতিই

তাকে ভালবাসতে শিখবে

সেদিন চুরি আর সে

করবে না। প্রেম দিয়ে

কুমকুমকে জয় করবার

চেষ্টায় চন্দন ব্যাকুল

হ'য়ে উঠল।

সবই জান্ত চন্দন—উপরস্থি, কুমকুম গ্রনীপকে বিশ্বাস ক'রে যা বল্ত, গ্রনীপ সে  
সবই বল্ত চন্দনকে। ফলে, চন্দনের কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

রাত্রে অতি নিছতে কুমকুম সাক্ষাত কর্ত গ্রনীপের সঙ্গে।.....

.....তারপর!.....

এক অরণীয় রাত্রির ঘটনা।.....

স্থামীর প্রেম, মায়া-মমতা কুমকুমের মনের ধারায় এনে দিয়েছিল একটা পরিবর্ণন।  
গোপনে মনের নিছততম প্রদেশে নিজেরই অজ্ঞাতে দেই প্রেমের কিশলয় হ'য়ে  
উঠেছিল মঞ্জরিত।

যৌ হ'য়ে স্তু'র পাওনার ওপর অভ্যরণ ছিল না তার এতটুকু। গ্রতিহিংসাই  
ছিল তার মৃদ্য। কিন্তু চন্দনের প্রতি শিপ্রার মমতা  
তাকে সচকিত ক'রে তুলল। স্তুরাপে তার পাওনা হ'তে  
বক্ষিত হ'বার সন্তাননায় সে হ'য়ে উঠল সজ্জাগ। নারী  
জীবনের সার্থকতার মাঝে গ্রতিহিংসা গেল হারিয়ে।

গোপনে একদিন কুমকুম গেল তার বাপের কাছে।  
বাপের মেহ-ধারায় সে নিজেকে হারিয়ে  
ফেলল। বৃড়ো বাপ স্মর্যশক্তির সবই  
বুরালেন। আরও বুরালেন, তাঁর প্রতি

অসীম মমতাই মেঝের মনে  
এনেছে বিপর্যয়। স্থামীর  
ঘরে সে হয়ত স্থানেই  
কাটাতে পারে তার নারী  
জীবন; কিন্তু, বৃড়ো বাপের  
প্রতি মেহ-মমতাই তাকে  
পেছন থেকে টানে।  
ব্যাপার বুঝে, তিনি হির  
করালেন দূরে সরে যেতে।...  
তারপর এ'ল সেই  
স্থারণীয় রাত্রি।.....

স্মর্যশক্তিকে নিয়ে গ্রনীপ এল এক পার্কে পূর্ব-ব্যবহা মত। গোপনে স্থামীকে  
লুকিয়ে কুমকুম এল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দনও ছায়ার মত করলে তার  
অহুসরণ।.....

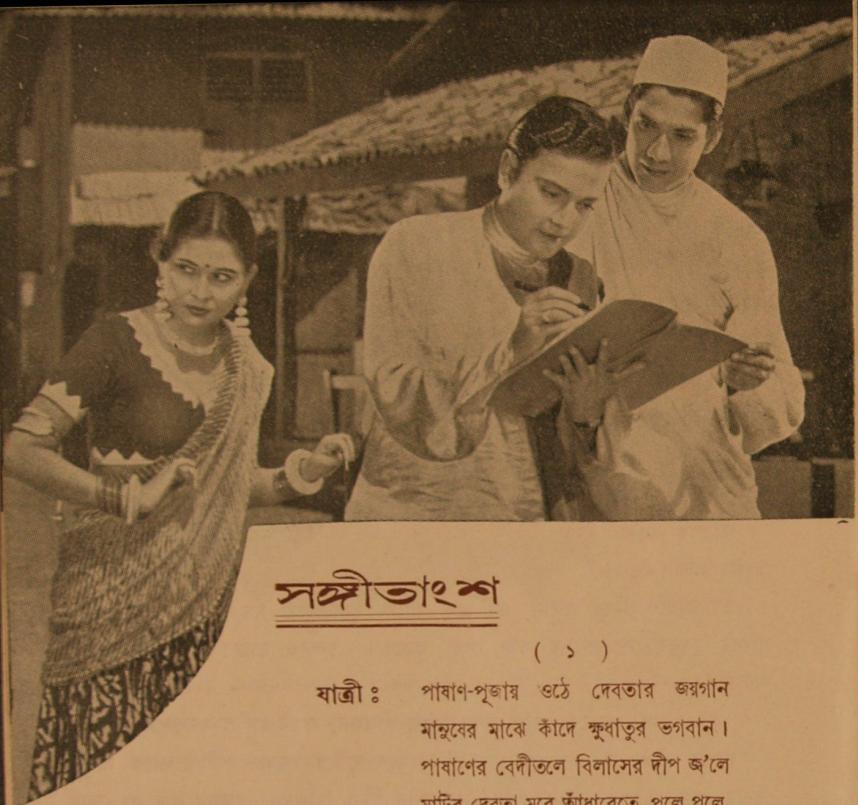
বৃড়ো বাপ মেঝেকে দেখে যথন চ'লে গেলেন, তখন গ্রনীপ কুমকুমকে জানালে  
—“বাপের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা।” কুমকুম লুটিয়ে পড়ল—গ্রনীপ তাকে সাস্তা  
দেবার চেষ্টা করল। চন্দন দেখল—মন তার উঠল বিষয়ে। বক্ষু প্রেম সব ভেসে  
গেল। মন তার ভরে উঠল কুসিত সন্দেহে.....কুমকুম গেল তাকে বোঝাতে,  
কিন্তু, কে বুঝবে তখন!

তারপর?.....নাটক! অভিনয়! জীবন-নাট্যের অভিনয়! অতীতের মর্মস্তুদ  
কাহিনীর পুনরাভিনয়।.....দৃশ্যের পর দৃশ্য.....দেবতা, মাহুষ, শয়তান.....  
মঞ্জের ওপর এল’, গেল.....

দেশের, জাতির মহাকুর্যায় একাট নারী দিলে  
মহাভিজ্ঞা!.....মহাকুর্যায় মহাভিজ্ঞা!

কিন্তু, কুমকুম?





## সঙ্গীতাংশ

( ১ )

যাত্রীঃ পাষাণ-পূজায় ওঠে দেবতার জগন্ম  
মাহুদের মাঝে কান্দে কৃধাতুর ভগবান।  
পাষাণের বেদীভলে বিলাসের দীপ জ'লে  
মাটির দেবতা মরে আধারেতে পলে পলে,  
পাষাণ লভিছে পূজা, নারায়ণ অপমান।

( ২ )

কুমকুমঃ যারে সব দিয়া

তন্মন হিয়া'

হিয়া ঘার ফিরে পাই,  
আমি, তারি লাগি গান গাই।

আধি ঘার তরে

মেঘ হয়ে ঘরে

মন কহে 'যারে' চাই;  
তারি লাগি গান গাই।

মনের আড়ালে

আসে ঘায় চলে,

ধরি না ধরিতে পাই,



চোখে চোখে বলে

কথা কত ছলে

মনে যার 'মন' নাই,  
তারই লাগি গান গাই॥

( ৩ )

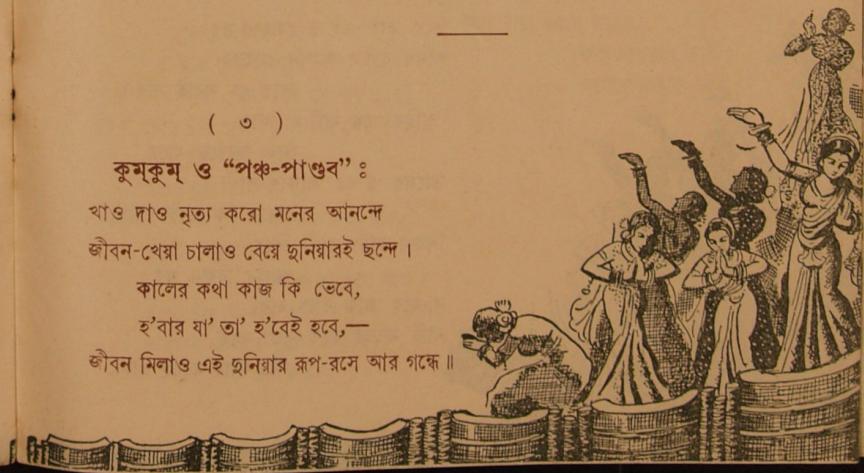
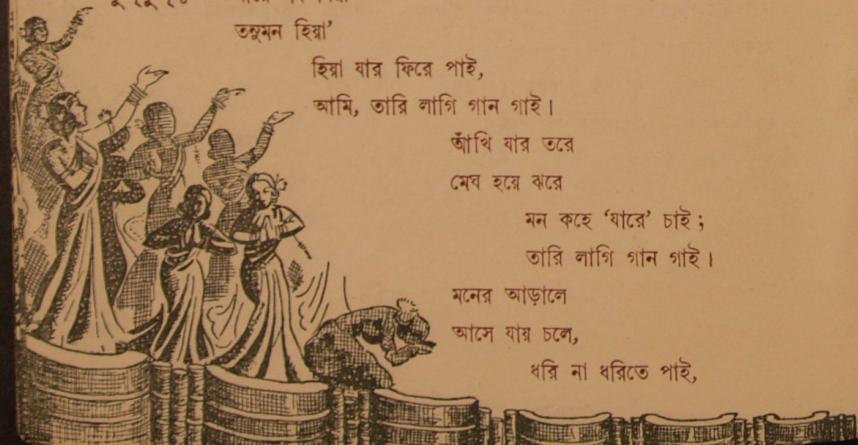
কুমকুম ও "পঞ্চ-পাণ্ডব"ঃ

খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে  
জীবন-থেয়া চালাও বেয়ে ছনিয়ারই ছন্দে।

কালের কথা কাজ কি ভেবে,

হ'বার যা' তা' হ'বেই হবে,—

জীবন মিলাও এই ছনিয়ার কং-রসে আর গফে॥





মনের ধরম রয় না মনে,  
পুঁথির পাতায় রয়,  
মাহুষ মেরে গাইছে পুঁথি,—  
“জয় মাহুয়ের জয়”—!  
তাঙ্গো মোরা বাহির বাধন,  
মানবো শুধু মনের শাসন—  
পুঁথির বিদ্বির চিতায় তোরা দে রে আঙ্গণ দে ॥

( ৫ )

### কুমকুম ও কোরাস :

মোদের ঘর  
ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর,  
পথের বাটল আপন মোদের  
আর যে সবাই পর।  
বাহির-পথে মাটি-মা আজ  
ডাক দিয়েছে ঘরে,  
তাসের ও ঘর আকাশ-পাথী  
বাঁধতে কি ভাই পারে,  
শিকল-কাটা পাথী কিরে  
আপন বিজন ঘর ॥

না-মরে আজ বাঁচে যারা,  
মাটি মাঝের ডাক ভুলে ভাই  
বিচে সবাই মরচে তারা,



পরকে ডাকে আপন বলে, আপন ক'রে পর।  
মোদের ঘর—ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর ॥

( ৬ )

### কুমকুম ও চম্পন :

জাগে চাঁদ আমার বাতায়েন,  
দূর গগনে ;  
জাগো চাঁদ আমার এ তহু-মনে  
মধু-লগনে।  
মোর চাঁদের লাগি’  
রহে কুমুদী জাগি’—  
যেন আখি ভরা প্রেম তার সোণার বেগু,  
সেথা মোর চাঁদ সুরভির বাজায় বেগু।  
ওগো চাঁদ আমার !  
ওগো বছু আমার,  
কথা কও কথা কও,  
কুমুদীর মধুমালা।

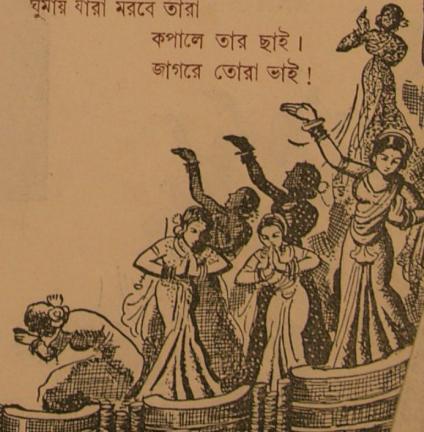
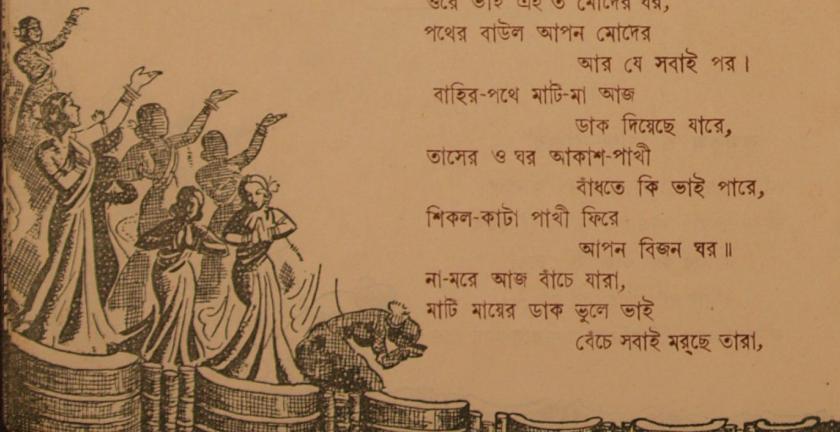
তুলে নাও, তুলে নাও।  
ওগো চাঁদ আমার কথা কও—  
তোমার মাঝের কুমুমিত তুমি  
সুরভি হইয়া রও—

চাঁদ হ’য়ে জাগি আমার গগনে  
আলোক বিলায়ে দাও,  
পুরুক বিলায়ে দাও,  
বিলায়ে দাও ॥

( ৭ )

### কুমকুম :

জাগ্রে তোরা ভাই  
তোরা জাগ—তোরা জাগ—জাগ—  
সারা ভুবন ভাঁগল তোদের  
ঘূমের কি শেষ নাই ?  
ঘূমায় যারা মরবে তারা  
কপালে তার ছাই।  
জাগরে তোরা ভাই !



জৈনেক শ্রমিক

এই ঘারেতে পাথর ভাবি  
গুঁড়িয়ে করি খুলি,  
পাথর-চাপা কপাল আমার  
সাধা যে নাই খুলি' ।

জৈনেক বৃক্ষকৃষক

কাঠ কেটে মোর জীবন কাটে  
ভূবল তারা পারের ঘাটে—  
আমি চালাই কাঠে করাত  
করাত আমার সদাই কাটে ।

জৈনেক বৃক্ষকুলারী

ধাতা যেদিন গড়ল ধরা  
গড়ল সবার এক সমান,

বৃক্ষ-শ্রমিক

আজ কেন তার অপর ধরা  
কেউ দীন, কেউ অর্ধবান ?  
হায় ভগবান ! কেন ভগবান ?

কুমকুম

পাথর-চাপা নয় তো কপাল  
নিজেই আমি চাপাই পাথর,  
থাকলে সাহস ভিক্ষে ঘেচেও  
ভিধারী পায় রাজার আসর ।

১ম ॥ চলে তোরা চ'ল—

২য় ॥ সর্বহারার দল !

৩য় ॥ বাধা-বাধন মাড়িয়ে পারে  
সামনে ছুটে চল ।

কুমকুম

এগিয়ে চলার গান,  
আয়রে সবাই গাই—  
জাগরে তোরা ভাই !



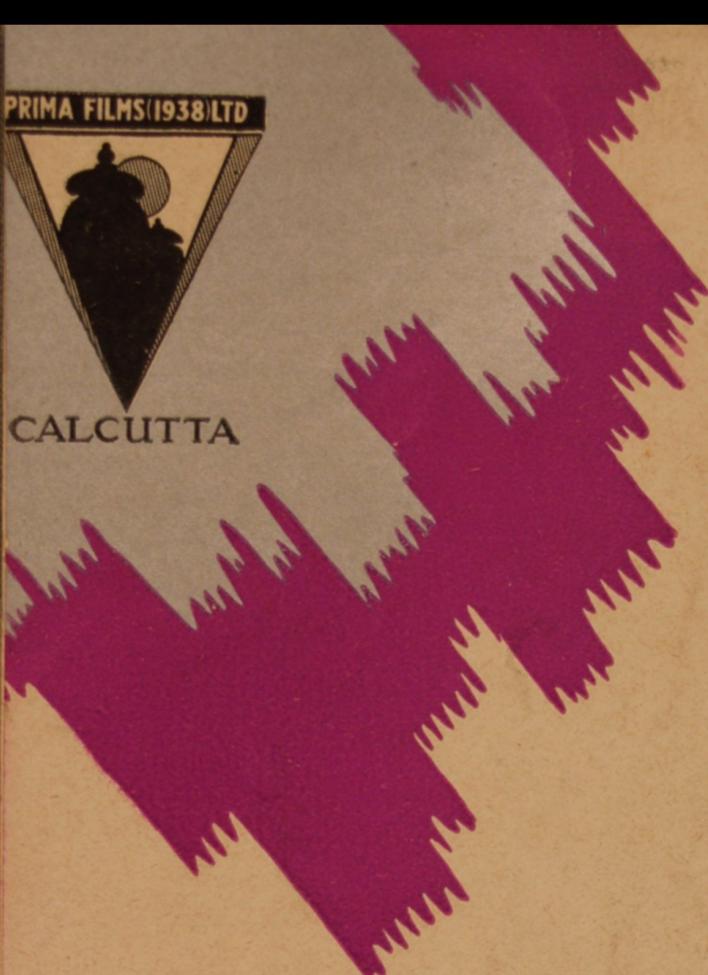
শ্রীফলীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত

১৮নং বৃন্দাবন বনাক স্টুট্ট ইষ্টার্ন টাইপ  
ফাউণ্ডারী এও ওরিয়েন্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ  
হাইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে ( বি. এস-সি ) কর্তৃক  
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

PRIMA FILMS(1938)LTD



CALCUTTA



প্রাইমা ফিল্মস্ কর্তৃক  
এই পুস্তিকাথানির  
সর্বসম্মত সংরক্ষিত

প্রাইমা ফিল্মসের  
প্রচার - শিল্প  
শ্রীফগীন্দ্র পাল  
কর্তৃক সম্পাদিত